মুজিবনগরে গণিত মাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

মুজিবনগরে প্রতিযোগিতা ভিত্তিক শিক্ষার আলোকে গণিত মাস্টার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গুডনেইবারর্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিসের আয়োজনে বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় সিডিপি এর বল্লভপুর প্রজেক্ট অফিস প্রাঙ্গনে উপজেলার ১০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫ম শ্রেণীর ১০০জন শিক্ষার্থী এই গণিত মাস্টার প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে।

দুই ঘন্টা ব্যাপী পরীক্ষা শেষে খাতা মূল্যায়ন শেষে দুপুর ৩ টার দিকে একশ জনের ভিতরে প্রথম পাঁচজনকে গণিত মাস্টার হিসাবে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

গনিত মাস্টার হিসেবে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাগোয়ান সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র কাজী শাহজাদ বারি।

গনিত মাস্টার প্রতিযোগিতায় দশটি স্কুলের ১০ জন গণিত শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন, প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আলাউদ্দিন।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক শতদল মল্লিক, গুডনেইবার্স বাংলাদেশ মেহেরপুর সিডিপি এর সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার রিফাত আল মাহমুদ, এডমিন অফিসার অশোক মালাকার এবং গুডনেইবাস্ এর মেডিকেল অফিস অফিসার শুভ কুমার সহ গুডনেইবার্স এর কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

মেহেরপুরে সাবেক এমপি প্রফেসর

আব্দুল মান্নানের জন্মবার্ষিকী উদযাপন

মেহেরপুরে সাবেক এমপি প্রফেসর আব্দুল মান্নানের ৭৯ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ।

আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রফেসর আব্দুল মান্নানের রাজনৈতিক কার্যালয়ে কেক কাটা ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আ.খ.ম ইমতিয়াজ জুয়েল, সাবেক যুবলীগ নেতা হুমায়ূন কবির বাবু, সাবেক ছাত্রনেতা খালেদুজ্জামান খাঁন ডালিম, শহর আওয়ামীলীগের সহ-সভাপতি ইয়ারুল ইসলাম, শহর আওয়ামীলীগের সদস্য মিরাজুল ইসলাম, থানা শ্রমিকলীগ সভাপতি সাজেদুর রহমান সাজু, সাবেক যুবলীগ নেতা সাইদুর রহমান,ওয়ার্ড যুবলীগের সম্পাদক সুজা উদ্দিন খোকন, হরিরামপুর যুব উন্নয়ন সমিতির সভাপতি সেলিম রেজা, সাধারণ সম্পাদক নয়ন আহামেদ , রবিউল ইসলাম, আনোয়ার হোসেন রাজু, শেখ কায়সার হামিদ বুলবুল, রাকিবুল ইসলাম, ইকবাল হোসেন, বকুল আহামেদ, সাবেক যুবলীগ নেতা রকিবুল ইসলাম বাবু ,আব্বাস উদ্দিন, মিনহাজুল ইসলাম, জিয়াউর রহমান সহ সমর্থক, শুভাকাঙ্ক্ষী বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা

মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলামের গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২১ সেপ্টেম্বর) বিকালে মেহেরপুর ৮ নম্বর ওয়ার্ডে

গনসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়। পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম।

প্রধানমন্ত্রীর অর্জিত নব উদ্দিপনার স্মার্ট বাংলাদেশ শীর্ষক পথসভায় বক্তব্য রাখেন, দুই নাম্বার ওয়ার্ড কাউন্সিলর আল মামুন,আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রেজা,জেলা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি শোভন সরকার, সাবেক যুবলীগ সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদুল আলমসহ আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের নেতারা। গণসংযোগ কালে অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম বর্তমান সরকারের উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সকলকে নৌকার পক্ষে কাজ করার আহবান জানান।

মেহেরপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুভ সংঘের বৃক্ষ রোপন

বসুন্ধরা-শুভসংঘ মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মেহেরপুরের কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টির মধ্যে শুভ সংঘের সদস্যরা শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে স্কুল প্রাঙ্গনে বাতাবি, পেয়ারা, দেশি আতা, কদমসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন কর্মসূচী পালন করে। ধারাবাহিকভাবে মেহেরপুরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গাছের চারা রোপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বৃক্ষরোপনকালে কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের প্রধান শিক্ষক সানজিদা খাতুন, সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক, কালের কণ্ঠ মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ইয়াদুল মোমিন, বসুন্ধরা শুভ মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুরুল আহমেদ, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আল ইকরাম সোহাগ, সহসভাপতি রফিকুল ইসলাম বকুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আল মাসুম শেখ, কোষাধাক্ষ আসিফ ইকবাল শুভ, হাসানুজ্জামান, সদস্য আরিফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

শুভসংঘের সভাপতি সহকারী অধ্যাপক নুর ইসলাম বলেন, ‘প্রাকৃতিক ভারসম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। দেশের সর্ববৃহৎ শিল্প গোষ্ঠি বসুন্ধরা গ্রুপ সমাজের উন্নয়নে অনেক কর্মসূচি পালন করে থাকে। বসুন্ধরা-শুভ সংঘ অনেক সামাজিক কাজ করে থাকে, তারই অংশ হিসেবে আজকের এই বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। অমরা মেহেরপুরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বৃক্ষরোপণের চেষ্টা করব। আমি বসুন্ধরা গ্রুপ
- শুভসঙ্গ এবং এখানে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি’।

কবি নজরুল শিক্ষা মঞ্জিলের সহকারী প্রধান শিক্ষক এনামুল হক বলেন, ‘বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির জন্য বসুন্ধরা-শুভসংঘর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। এ ধরনের কর্মসূচিতে তিনিও সম্পৃক্ত থাকতে চান।

প্রধান শিক্ষক সানজিদা ইসলাম বলেন, ‘বসুন্ধরা-শুভসংঘ আজ আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বৃক্ষ রোপণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে তার জন্য আমি খুবই আনন্দিত ও কৃতজ্ঞ। আমরা সবাই জানি ববৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। এটি শুধু সামাজিক দায়বদ্ধতাই না, এটা এক ধরনের সদকায়ে জারিয়া। আমি আশা করছি শুভসংঘ ভবিষ্যতেও এধরনের কর্মসূচি অব্যহত রাখবে।’

মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগে কাজ না করে টাকা উত্তোলনের অভিযোগ

মেহেরপুরে সড়ক ও জনপদ বিভাগের স্টাফ কোয়ার্টারের সংস্কার কাজ না করেই ঠিকাদার ও কর্মকর্তাদের যোগসাজশে সংস্কার বিল উত্তোলন করে ভাগ বাটোয়ারার অভিযোগ উঠেছে।

২০২২-২৩ অর্থবছরে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ অফিসের স্টাফ কোয়ার্টার সংস্কারের একটি ই- টেন্ডারে (e-GP/LTM/MERD/31/2022-23) ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা ব্যয়ে স্টাফ কোয়াটারের ভিতর ও বাইরের সংস্কার কাজের দায়িত্ব পান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই ঠিকাদার শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

৮১৯৯৭৮ নম্বর টেন্ডার আইডিতে কার্যতালিকায় দেখা যায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার কাজের মধ্যে রয়েছে স্টাফ কোয়ার্টারের ভিতর ও বাহিরের দেওয়ালের মেরামত, বৈদুতিক লাইনের মেরামত, প্লাম্বিং, সীমানা প্রাচীর এবং সড়ক ও জনপদের অফিসসহ স্টাফ কোয়ার্টারের রং করার কাজ। কিন্তু ঠিকাদার শহীদ সরফরাজ হোসেন মৃদুল, সড়ক ও জনপদ বিভাগের এসও সাব্বির হোসেন এবং এসডিই মিজানুর রহমান পারস্পরিক যোগসাজশে কোন ধরনের সংস্কার কাজ না করেই জুন মাসে সমূদয় কাজের টাকা উত্তোলন করে নিয়েছেন।

এ বিষয়টি নিয়ে মেহেরপুর প্রতিদিন অনুসন্ধান শুরু করলে সম্প্রতি দায়সারাভাবে লোক কাজ শুরু করা হয়েছে।

এ ব্যাপারে মেহেরপুর সড়ক ও জনপদ বিভাগের এসও সাব্বির হোসেনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি বলেন ট্রেনিংয়ে ঢাকাতে আছেন। এসডিই মিজানুর রহমানের কাছে ঠিকাদার কাজ না করে অর্থ কিভাবে উত্তোলন করল এ ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, ‘ঠিকাদারকে টাকা দেওয়া হয়নি আমরা টাকা উঠিয়ে রেখে দিয়েছি, অন্যথায় জুন মাস শেষে টাকা ফেরত যেত এবং অনেক বড় ক্ষতি হয়ে যেত। ‘ কিন্তু এভাবে টাকা উঠিয়ে রাখার কোন সরকারি বিধান আছে কিনা জানতে চাইলে তিনি কোনো উত্তর দেননি।

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ছোট ভাই ঠিকাদার শহীদ সফরাজ হোসেন মৃদুলের সাথে মুঠোফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

অনুরূপভাবে ৭৮৩২৩৭ নম্বর ওয়ার্ক অর্ডারে দেখা যায় ১৯৯৫৭৯.৯৮(এক লক্ষ নিরানব্বই হাজার পাঁচশত উনআশি) টাকা ব্যয়ে সড়ক ও জনপদ অফিসের গ্যারেজের সংস্কার ও রং করার কাজ। অভিযোগ এখানেও কোন কাজ না করেই ভূয়া বিলের মাধ্যমে টাকা উত্তোলন করে নেওয়া হয়েছে। সরেজমিনে যেয়েও কোন কাজের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কাজটির ঠিকাদার সম্পর্কে জানতে বারবার এসও সাব্বির হোসেন এবং এসডিই মিজানুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করলেও তারা এই সম্পর্কিত কোন তথ্য দেননি। এই দুই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে রয়েছে দুর্নীতির বিস্তর অভিযোগ।

মেহেরপুর আদালতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহন

মেহেরপুর আদালতে প্রথম বারের মত ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে মামলার শুনানী, উপস্থিতি এবং সাক্ষ্য গ্রহনসহ সকল কার্যক্রম পরিচালনা করে স্মার্ট বিচার বিভাগরে যাত্রায় নতুন মাত্রা সৃষ্টি করলেন এক জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট।

গতকাল বুধবার পৌনে ১২টা থেকে দুপুর ১২টা ২০ মিনিট পর্যন্ত মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট এস এম শরিয়ত উল্লাহ এর আদালত এই সাক্ষ্যগ্রহণ করেন। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে আসামিদের বিরুদ্ধে আদালত গেফতারি পরোয়ানার আদেশ দেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, এস আই আবুল হাসেম ২০২১ সালে মেহেরপুর সদর থানায় কর্মরত অবস্থায় মেহেরপুরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ১ম আদালতে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর জে.আর.-২৯৭/২১ (রাষ্ট্র বনাম শ্রী পেনাতোশ গং)। বদলিসূত্রে বর্তমানে তিনি বাগেরহাট জেলার কচুয়া থানায় এস আই হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এর আগে ৪টি তারিখ তার সাক্ষ্যের জন্য দিন ধার্য থাকলেও তিনি উপস্থিত হতে পারেননি। এ কারনে মামলাটি নিষ্পত্তিতে বিলম্ব হচ্ছিলো। এ কারণে আদালত “আদালত কর্তৃক তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবহার আইন, ২০২০” এবং চলতি বছরের ২০ আগষ্ট সুপ্রীম কোর্টের জারিকৃত প্রাক্টিস নির্দেশনার আলোকে ভিডিও কনফারেন্সেরর মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে মামলার দুই আসামি শ্রী মনা হালদার ও শ্রী পেনাতোশ হালদারের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন বিচারক এস এম শরিয়ত উল্লাহ।

আদালতের বেঞ্চ সহকারী মো: জাহাঙ্গীর জানান, ভিডিও কনফারেন্সে সাক্ষ্য গ্রহণের আদেশটি এজাহারকারী ও সংশ্লিষ্ট থানার অফিসার ইনচার্জকে ইমেইলের মাধ্যমে জুম অ্যাপসের মিটিং এর তারিখ, সময়সহ বিস্তারিত জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়া ই-মেইলে এজাহার, জব্দতালিকা সহ সংশ্লিষ্ট কাগজাদি প্রেরণ করা হয়েছিলো। আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ওই সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে বিজ্ঞ বিচারক আসামিদের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন। ফলে মামলাটি এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে আছে। অথচ এই সাক্ষীর জন্য মামলাটি দীর্ঘদিন পেন্ডিং ছিল।

মামলার সাক্ষী এস আই আবুল হাসেম বলেন, সাক্ষ্য গ্রহণকালে আমি কোন সমস্যা অনুভব করিনি। আদালতে আমরা যেভাবে কাজ করি সেভাবেই এই সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। অভিযুক্ত, পুলিশসহ সকলের ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে।

মেহেরপুরের কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক মানস রঞ্জন দাস বলেন, নি:সন্দেহে একটি ভালো উদ্যোগ। পুলিশের অনেক কর্মকর্তারা বদিলজনিত কারণে সময়মত সাক্ষ্য দিতে আসতে পারেন না। এতে মামলা নিষ্পত্তি হতে বিলম্ব হয়। ডিজিটাল এ পদ্ধতির কারণে মামলা জট যেমন কমবে তেমনি সরকারি টাকার খরচও কমবে।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক খ.ম হারুন বিন ইমতিয়াজ জুয়েল সাধুবাদ জানিয়ে বলেন, ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মামলার সাক্ষ্য গহণ করায় মামলা জট কমবে। এতে জনগণ উপকৃত হবে এবং একই সঙ্গে রাষ্ট্রিয় অর্থ ব্যয়ও কমবে। এ পদ্ধতিতে মামলার কার্যক্রম পরিচালনা অব্যহত রাখার আহবান জানান তিনি।

মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) পল্লব ভট্টাচার্য বলেন, সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্টের প্রাকিটস নির্দেশনা আদেশের বলে মেহেরপুরে প্রথম ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে সাক্ষ্য গ্রহণ শুনানী হলো। এর ফলে মামলার জট কমার পাশাপাশি সাধারণ জনগনও উপকৃত হবে।

গাংনীতে স্থানীয় সরকার দিবসের সমাপনি অনুষ্ঠান ও আলোচনা

সভা

গাংনী উপজেলায় জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৩ এর সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গাংনী উপজেলা প্রশাসন আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এমএ খালেকের সভাপতিত্বে স্থানীয় সরকার দিবসের অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সাজিয়া সিদ্দিকা সেতু, উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বৃন্দ, সরকারি অফিসের বিভিন্ন কর্মকর্তা, বিভিন্ন স্কুল, কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

স্থানীয় সরকার দিবসের মেলায় ১৫টি স্টল সাসাজানো হয়। সমাপনী অনুষ্ঠানে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পরে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃনদদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদ প্রথম, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদ দ্বিতীয় এবং সাহারবাটী ইউনিয়ন পরিষদ তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। তাছাড়া তিনদিন ব্যাপী মেলায় অংশগ্রহণ কারী সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধানের হাতে পুরস্কার তুলে দেয়া হয়।

মেহেরপুরে চেক ডিজঅনার মামলায় ২ ব্যক্তির কারাদণ্ড ও জরিমানা

মেহেরপুরে চেক ডিজঅনার মামলায় দুই সহোদরকে এক বছরের কারাদণ্ড এবং ২০ লাখ টাকা জরিমানা করেছে আদালত।

বুধবার ২০ সেপ্টেম্বর মেহেরপুর যুগ্ম জেলা ও দায়রা জজ দ্বিতীয় আদালতের বিচারক কবির হোসেন হুজাইফা ডিক্লেয়ারের নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্টে দায়ের করা একটি মামলার রায়ে এই আদেশ দিয়েছেন। সাজাপ্রাপ্ত দুই আসামী চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার খোদাবকস্ মিয়ার ছেলে কামরুজ্জামান চঞ্চল ও মনিরুজ্জামান নামের

দুই সহোদর। আসামিদের বিরুদ্ধে একই দিনে সোজা পরোয়ান ইস্যু করেছেন বিচারক।

মামলার এজহার সূত্রে জানা গেছে, আসামি কামরুজ্জামান চঞ্চল ও মনিরুজ্জামানের সাথে বাদী হুজাইফা ডিক্লিয়ারের পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আসামিদ্বয় ২০২০ সালের ৮ অক্টোবর তিন মাসের মধ্যে টাকা পরিষদের শর্তে বাদীর কাছ থেকে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) টাকা ধার নেয়। অতঃপর ২০২১ সালের ১২ এপ্রিল আসামিদের মালিকানাধীন ফ্রিয়াস ট্রেডিং কোম্পানি লিমিটেড নামীয় সিটি ব্যাংকের একাউন্ট থেকে একটি পেয়েবল চেক প্রদান করে।

চেকটি নগদায়নের জন্য বাদী ঐ দিনেই বাদী সিটি ব্যাংক কুষ্টিয়া শাখাতে জমা দিলে, চেকটি ডিজঅনার হয়। এরপর আবার ২০২১ সালের ২৪ মে জনতা ব্যাংক লিমিটেড মেহেরপুর শাখায় চেক নগদায়ন করতে গেলে ব্যাংক চেক ডিজঅনার সার্টিফিকেট প্রদান করে। অতঃপর ২০২১ সালের ২৫ মে বাদী আসামিদ্বয়কে লিগ্যাল নোটিশ প্রদান করলেও তারা কোন সারা প্রদান না করাতে বাদী ২০২১ সালের ১৫ জুলাই আাদালতে ১৮৮১ সালের নেগোশিয়েবল ইন্সট্রুমেন্ট এক্টের ১৩৮ ধারাতে আদালতে মামলা দায়ের করে।

মামলার রায়ে বাদী হুজাইফা ডিক্লেয়ার সন্তোষ প্রকাশ করেছেন।

মামলাটিতে বাদী পক্ষের উকিল ছিলেন অ্যাড. মোখলেসুর রহমান স্বপন ও অ্যাড. রফিকুল ইসলাম(১) এবং আসামী পক্ষের উকিল ছিলেন অ্যড. কামরুল হাসান।

গাংনীর ধলাতে ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন

গাংনীর ধলা গ্রামে ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ উদ্বোধন করেছেন। আজ বুধবার বিকাল ৫ টার সময় এ খেলা শুরু হয়।

কাথুলী ইউনিয়ন ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক ইয়ারুল

ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক ত্রান ও সমাজ কল্যান সম্পাদক ও ১ নং কাথুলী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মনিরুজ্জামান মনি সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগ।রাহিবুল ইসলাম পৌর যুবলীগের সাধারন সম্পাদক, রেজাউর রহমান রেজা সভাপতি কাথুলী ইউনিয়ন কৃষক লীগ, সাহিদুজ্জামান শিপু সাবেক সহ সভাপতি মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ, শাহিন আলম সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগ, পলাশ আহম্মেদ সহ সভাপতি গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগ সহ ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আনোয়ার হোসেন,২ নং ওয়ার্ডের মেম্বর জিনারুল ইসলাম, ৫ নং ওয়ার্ডের মেম্বর ফারুক হোসেন, কাবু মিয়া, খুশি, বাশারুল ইসলাম,মালেক,সহ খেলা পরিচালনা কমিটি।

সর্বশেষ এমপি যুবকদের খেলাধুলায় মনযোগী হওয়ার আহব্বান জানান যাতে সমাজে মাদকের ভয়াল থাবায় ছেয়ে যেতে না পারে, বর্তমান তরুন সমাজ কে এগিয়ে নিতে খেলা ধুলার কোন বিকল্প নেই।খেলা ধুলা শরীর মন কে সতেজ ও সুস্থ রাখে, শরীর মন সুস্থ থাকলে সমাজ ও সুস্থ থাকবে কারন সমাজের মেরুদন্ড হচ্ছে যুবকরা। তাই খেলা ধুলা করেন নিজে ভালো থাকুন সমাজ কে ভালো রাখুন।

গাংনীতে ভোক্তা অধিকারের অভিযান, ২২ হাজার টাকা জরিমানা

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মেয়াদ মুল্য বিহীন পন্য বিক্রয়ের অপরাধে দুটি দোকানে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর পরিচালিত ভ্রাম্যমান অভিযান।

অভিযান পরিচালনা করেন মেহেরপুর জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

এসময় জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা মো: আব্দুর রাজ্জাক, গাংনী উপজেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মশিউর রহমান এবং গাংনী র্যাব-১২ এর একটি টিম উপস্থিত ছিলো।

আজ বুধবার (২০ সেপ্টেম্বর) বিকালে গাংনী উপজেলা শহরের সবজি বাজার ও থানার মোড় এলাকায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মেহেরপুর জেলা কার্যালয় এই অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানে মেসার্স বন্ধু সবজি ভান্ডারে মুল্য তালিকা না থাকায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৪৫ ধারায় ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা, মেয়াদ উত্তীর্ণ ও মেয়াদ মুল্য বিহীন পন্য বিক্রয়ের অপরাধে গাংনী থানার মোড় এলাকার মেসার্স ভাই ভাই স্টোরে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৩৭ ও ৫১ ধারায় প্রতিষ্ঠানটির মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়া দোকান থেকে প্রচুর পরিমান মেয়াদ উত্তীর্ণ চকলেট, শিশুখাদ্য ও অন্যান্য পণ্য জব্দ করা হয়। জব্দকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জনসম্মুখে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়।

এসময় উপস্থিত ব্যবসায়ী ও জনসাধারণকে এবিষয়ে সতর্ক করা হয় ও সচেতনতামূলক লিফলেট বিতরণ করা হয়।

এছাড়া গাংনী কাঁচামালের আড়তে অভিযান পরিচালিত হয় এবং আলু পেয়াজসহ অন্যান্য পণ্যের মুল্যতালিকা ও ক্রয়-বিক্রয় ভাউচার যাচাই করা হয়। অভিযানে আলু, পেয়াজ, মুদিখানাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।